যুগান্তর

তারিখ 8/10/2001
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

"বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজট বেড়েই চলছে"

মু. হামজার রহমান শামীম

গত সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেশনজটের শিকার থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলীয় ছাত্র সংগঠনের, দাবি আদায়ের আন্দোলনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থবির হয়ে পড়েছে। অথচ সাধারণ ছাত্রছাত্রী ধারণা করেছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান হবে।

কর্তৃপক্ষের দফায় দফায় পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা আর আন্দোলনের কারণে ক্লাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেশনজট ধীরে ধীরে বেড়েই চলছে। সেশনজটের আবর্তে দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় এক লাখ ছাত্রছাত্রী যেন ডুবে যাচ্ছে অতলান্তে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ জট ক্রমাগত দানবীয় নখরদন্ত দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

সেশনজটের প্রধান কারণগুলো হল রাজনৈতিক সন্ত্রাসে মাসের পর মাস অনির্ধারিত বন্ধ, ছাত্রছাত্রীদের দাবির মুখে বারবার পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন, ক্লাস ও কোর্স সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অবহেলা এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা।

সেশনজটের করুণ অবস্থা বিরাজ করছে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, সিলেট, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলো সেশনজটের কবলে অক্টোপাসের করাল গ্রাসে বন্দি। যত অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার ঘাঁটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশের একমাত্র সম্পূর্ণ আবাসিক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে দু'বছরের সেশনজট। তবে বর্তমান সেশনে (২০০০-২০০১) ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের সেশনজট কমিয়ে এনেছিল বর্তমান ভিসি অধ্যাপক আবদুল বায়েস। অতীতে সেশনজটহীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এর বিশেষ সুনাম থাকলেও অনির্ধারিত বন্ধ আর ঘন ঘন পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের কারণে সেশনজট ঘিরে নিয়েছে। বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ধর্ষক' অভিযুক্ত একজন ছাত্রের পরীক্ষা দেয়াকে কেন্দ্র করে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো অনমনীয় প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে। সব ধর্ষকের ছাত্রত্ব বাতিল ও আন্দোলনের কারণে বহিষ্কৃত ৭ ছাত্রনেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য ধর্ষণবিরোধী ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে লাগাতার ধর্মঘট পালন করছে। ফলে জাবি ক্যাম্পাস অচল হয়ে পড়েছে। ধর্মঘটের কারণে ১২৫টি পরীক্ষা পিছিয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীরা প্রায় ৬ মাসের সেশনজটে পড়ে গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে ছাত্রদল ঘোষিত লাগাতার ধর্মঘটের কারণে ৪৫৯টি পরীক্ষা বিভিন্ন সময়ে স্থগিত ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতে ছাত্রছাত্রীরা কমপক্ষে ৯ মাসের সেশনজটে পড়েছে। উপাচার্যের পদত্যাগ, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও হলে বৈধ ছাত্রদের পুনর্বাসনসহ ৫ দফা দাবিতে ছাত্রদল ২৯ জুলাই থেকে লাগাতার ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করছে। ফলে দিন দিন বেড়েই চলছে ঢাবির সেশনজট।

সেশনজটের করুণ অবস্থা বিরাজ করছে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, সিলেট, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলো সেশনজটের কবলে অক্টোপাসের করাল গ্রাসে বন্দি। যত অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার ঘাঁটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে যতদিন ক্লাস হয় তার চেয়ে তিনগুণ বেশি সময় ক্লাস বন্ধ থাকে। এখানে সহিংসতা নিত্যদিনের ঘটনা। ফলে সেশনজটও বেশি। এখানে ৪ বছরের কোর্স সম্পন্ন করতে সময় লাগে ৭ বছরের মতো।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট দেড় বছরের একাডেমিক ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নে অবহেলা ও বারবার আন্দোলনের মুখে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের ফলে প্রতি সেশনে ১২ মাসে সম্পন্ন করার নিয়ম থাকলেও তা ১৬ মাস থেকে ২০ মাসে শেষ হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ সেশনজট অনেক কমিয়ে এনেছেন। মাঝে মাঝে সহিংসতা ঘটানোর জন্য ৬ মাসের সেশনজট রয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের মৃত্যুর কারণে ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে অনেক দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। এখানে ৬ মাসের মতো সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে।

সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের মতো সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। হল ও ভবনের নামকরণকে কেন্দ্র করে 'ধর্মীয়' উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় আড়াই মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আন্দোলন শুরু করে। ফলে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। দিন দিন সেশনজটও বেড়েই চলছে শাবিতে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ রয়েছে এক মাসের ওপরে। দীর্ঘদিন পর গত ১ সেপ্টেম্বর খোলার চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে দু'বছর ও মাস্টার্সে এক বছর সেশনজট চলছে।

এমনিতেই সেশনজটের কবলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্দি, তারপর দীর্ঘদিনের বন্ধের কারণে সেশনজট বেড়েই চলছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রী। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে সেশনজট ছাত্রছাত্রীদের হতাশার অতলে নিক্ষেপ করে। অভিজ্ঞরা মনে করেন সেশনজট থেকে মুক্তি পেতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতা, ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা অনেকাংশে কাজ করে। এতে ছাত্র সংগঠনগুলোর দায়-দায়িত্বও অনেক। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটমুক্ত হোক এটাই সবার কামনা।